বিষয়বস্তুঃ সূরা কাফিরূনের তাফসীর

রবীউস সানীর দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান

(৮ রবীউস সানী ১৪৪৪ হিজরী, ৪ নভেম্বর ২০২২)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ৭১

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قُلْ يٰٓأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ۞ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۞ وَلَآ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ ۞ وَلَآ أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُّمْ ۞ وَلَآ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۞صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত ঈমানদার ভাই সকল ! আজ রবীউস সানী মাসের ৮ তারিখ, দ্বিতীয় জুমুআ। আজ আমরা সূরা কাফিরূনের তরজমা ও তাফসীর করব, ইনশা আল্লাহ।

আমরা প্রথমে সূরাটির তরজমা লক্ষ্য করিঃ

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

قُلْ يٰٓأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ

"হে নবী ! আপনি বলুনঃ হে অবিশ্বাসীগণ !"

لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ

“তোমরা যার ইবাদত কর, আমি তার ইবাদত করি না।”

وَلَآ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ

“আর আমি যার ইবাদত করি, তোমরা তার ইবাদত কর না।”

وَلَآ أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ

“আমিও তার ইবাদত করব না, তোমরা যার ইবাদত কর।”

وَلَآ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ

“অনুরূপভাবে, তোমরাও তার ইবাদত করবে না, আমি যার ইবাদত করি।”

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ

“তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য, আর আমার ধর্ম আমার জন্য।” এ পর্যন্ত সূরা কাফিরূনের তরজমা শেষ হল।

সম্মানিত উপস্থিতি ! এবার আমরা সূরা কাফিরূনের তাফসীর শুনব। তাফসীরের মধ্যে আমরা ৪ টি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারব।

(১) সূরা কাফিরূনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। (২) এ সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার পিছনে কী ঘটনা ঘটেছিল ? (৩) সূরা কাফিরূনের অপব্যাখ্যা এবং 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার' এ মতবাদের খণ্ডন। (৪) সূরা কাফিরূনের ফযীলত।

সূরা কাফিরূনের পরিচয়ঃ

জেনে রাখা দরকার, এ সূরাটি কুরআন মজীদের ১০৯ নম্বর সূরা। এ টি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এ সূরার মধ্যে মোট ৬টি আয়াত আছে। যেহেতু এ সূরার মধ্যে কাফিরদেরকে সম্বোধন করে একটি চূড়ান্ত নির্দেশের ঘোষণা করা হয়েছে, যা আমরা একটু পরে তাফসীরের মধ্যে জানতে পারব, ইনশা আল্লাহ। তাই এ সূরাটিকে নামকরণ করা হয়েছে 'কাফিরূন'।

মনে রাখবেন, মুফাসিসিরীনে কেরামগণ সহীহ হাদীসের আলোকে এ সূরার আরও দুটি নাম দিয়েছেন। একটি হল, বারা-আত। আরেকটি হল, ইখলাস।

বারা-আত শব্দের অর্থ হল, মুক্ত হওয়া। যেহেতু এ সূরার মধ্যে শির্ক থেকে মুক্ত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে, তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে বারা-আত। সুনানে তিরমিযীর ৩৪০৩ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ "এ টি হল, শিরক থেকে মুক্তির সূরা"

অনুরূপভাবে এ সূরার আরেকটি নাম হল, ইখলাস। যেহেতু এ সূরার মধ্যে সমস্ত দেবদেবীকে ত্যাগ করে ইখলাসের সাথে এক আল্লাহর ইবাদতের কথা বলা হয়েছে, তাই এর আরেকটি নাম হল, ইখলাস। সুনানে তিরমিযীর ৮৬৯ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, জাবির (রযি) বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (হজ্জ ও উমরার সময় কা'বা ঘরের) তাওয়াফের পর দু'রাকাআত নামায পড়তেন এবং সেই নামাযে ইখলাসের দু'টি সূরা অর্থাৎ

সূরা কাফিরূন আর সূরা ইখলাস পাঠ করতেন।” এ হাদীসের মধ্যে সূরা কাফিরূনকে ইখলাস নাম দেওয়া হয়েছে।

সূরা কাফিরূন অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনাঃ

মুহতারম শ্রোতামণ্ডলী ! এ পর্যন্ত আমরা সূরা কাফিরূনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানতে পারলাম। এবার আমরা সূরা কাফিরূন অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করব। তাফসীরে তবারীতে এ সূরার ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, যখন বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূর্তি পুজার বিরুদ্ধে মক্কাবাসীদের সামনে যুক্তি পেশ করেছিলেন, তখন মক্কার কুরাইশ বংশের কাফিররা নবীজিকে বলেছিলঃ হে মুহাম্মাদ ! তুমি আমাদের দেব-দেবীদেরকে নিন্দা-মন্দ কর না। এর পরিবর্তে চাইলে আমরা তোমাকে পৃথিবীর সবচেয়ে লোভনীয় ৩ টি বস্তু দিতে রাজি আছি। (১) অগাদ ধন-সম্পদ, (২) পরমা সুন্দরী নারী, (৩) রাজত্ব ও নেতৃত্ব। যার ফলে তুমি মক্কার মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী বলে গণ্য

হবে এবং তুমি আমাদের এমন নেতা হবে যে, আমরা সকলেই তোমার পিছনে অনুসরণ করে চলব।

সীরাতের কিতাবগুলিতে লেখা আছে, বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার কাফিরদেরকে এর উত্তরে বলেছিলেনঃ তোমরা যদি আমার এক হাতে আকাশের চাঁদ এবং আরেক হাতে সূর্য এনে দাও, তবুও আমি তাওহীদ অর্থাৎ এক আল্লাহর দ্বীন প্রচার বন্ধ করব না।

অবশেষে তারা যখন দেখল যে, নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দ্বীন প্রচার থেকে পিছু হটবেন না এবং তাঁর অকাট্ট যুক্তির কাছে তারা হার মেনে গেছে, তখন মক্কার চারজন বিশিষ্ট নেতা ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ, আ'স বিন ওয়াইল, আসওয়াদ বিন মুত্তালিব এবং উমাইয়াহ বিন খলফ নবীজির কাছে এসে আরেকটি প্রস্তাব পেশ করল।

তারা বললঃ হে মুহাম্মাদ ! এসো আমরা এমন একটি আপোষ-মিমাংসার চুক্তিতে আবদ্ধ হই, যার মাধ্যমে উভয় শ্রেণীর মানুষের মাঝে ঐক্যতা সৃষ্টি হবে এবং সমাজে শান্তি

ফিরে আসবে। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেনঃ এটা কীভাবে হবে ?

তখন তারা বললঃ আমরা এক বছর মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়ে এক আল্লাহকে ইবাদত করব, আর তোমরা এক বছর এক আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দিয়ে আমাদের দেব-দেবীকে পূজা করবে। এভাবে সমাজে একটি শান্তির পরিবেশ গড়ে উঠবে।

এর উত্তরে বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ حَتّٰى أَنْظُرَ مَا يَأْتِي مِنْ عِنْدِ رَبِّي "এ বিষয়ে আমি ততক্ষণ কিছুই বলতে পারব না, যতক্ষণ আমার প্রভুর পক্ষ থেকে কোন আদেশ না আসবে।" অবশেষে এই সূরা কাফিরূন নাযিল হল। যার মধ্যে মক্কাবাসীদের প্রস্তাবকে খণ্ডন করা হয়েছে।

সাথে সাথে মহান রব্বুল আলামীন এ সূরার মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত আনে ওয়ালা সকল বিশ্ববাসীদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, এমন ঐক্যতা ও আপোষ-মিমাংসা জাইয নেই, যার মধ্যে হক্ক আর বাতিলের কোন পার্থক্য

থাকে না। ইসলামে আপোষ-মিমাংসা ও ঐক্যতা শুধুমাত্র হক্কের ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

মনে রাখবেন, মক্কাবাসীদের আপোষ-মিমাংসার এ প্রস্তাবটির উদাহরণ এমন, যেমন কিনা এক ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অন্য এক ব্যক্তির জমি দখল করল। যার কারণে প্রকৃত জমি মালিক খুবই অসহায় ও নিরুপায় হয়ে পড়ল। অবশেষে জমির মালিক আদালাতের দারস্ত হল। মহামান্য আদালাতের সামনে সে সমস্তরকম প্রমাণপত্র পেশ করল। আর অবৈধ জবরদখলকারী ব্যক্তি কিছুই পেশ করতে পারল না। যারফলে মহামান্য বিচারক ইনসাফ অনুযায়ী প্রকৃত জমি মালিকের পক্ষে ফয়সালা শুনিয়ে দিলেন।

কিন্তু এখন প্রতিবাদীপক্ষ না হক্ক পথে থাকা সত্ত্বেও সে বললঃ আমি আদালাতের এ ফয়সালা মানি না। আমি একটি আপোষ-মিমাংসার চুক্তি করতে চাই। সেটা হল, একবছর ও চাষ করবে, আর আরেক বছর আমি চাষ করব। এখন আপনারা বলুনঃ এটা কি ইনসাফ হবে।

বোঝা গেল, হক্ক ও বাতিলের মাঝে কোন চুক্তি হতে পারে না।

যাইহোক এই সূরা কাফিরূনের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মক্কাবাসীদের এমন অবৈধ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। এ পর্যন্ত আমরা সূরা কাফিরূন অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা জানতে পারলাম।

সূরা কাফিরূনের অপব্যাখ্যাঃ

ঈমানদার ভাই সকল ! এখানে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, কুরআন এমনই একটি ধর্মগ্রন্থ যার সঠিক ব্যাখ্যাকে অনুসরণ করলে খাঁটি ঈমানদার হওয়া যায়। আবার যদি কেউ এর অপব্যাখ্যা করে, তাহলে সে গোমরাহ হয়ে যায়। এ কারণেই সহীহ মুসলিমের ৮১৭ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

اِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ أٰخِرِيْنَ

“নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এই কিতাবের বদৌলতে কিছু মানুষকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নিত করেন, আবার এই

কিতাবেরই বদৌলতে অপর কিছু মানুষদেরকে অবনত করেন।” অতএব, আমাদেরকে কুরআনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

অপর একটি বর্ণনায়, সুনানে তিরমিযীর ২৯৫০ নম্বর হাদীসে মুফাসসির সম্রাট আঃ ইবনে আব্বাস (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْأٰنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“যে ব্যক্তি সঠিক ইলম ব্যতীত কুরআনের ব্যাখ্যা করবে, সে যেন জাহান্নামকে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নেয়।” অর্থাৎ সে জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হিফাযত করুন, আমীন।

মুহতারম ভাই সকল ! একটি বিষয় আপনাদেরকে অবগত করান আমি ঈমানী কর্তব্য বলে মনে করি যে, বর্তমান যুগে কিছু মুসলমান ভায়েরা অমুসলিমদের পূজা-উৎসবে শরীক হচ্ছেন এবং ঠাকুরের নামে উৎসর্গকৃত প্রসাদও ভক্ষণ করছেন। মনে রাখা উচিৎ, যেখানে দেব-

দেবীদের পূজা করা হয়, সেখানে আল্লাহর অভিশাপ নাযিল হয়। সুতারাং একজন ঈমানদারের জন্য পূজার উৎসবে শরীক হওয়া জাইয নেই।

শুধুতাই নয়, তারা নিজেদের এই যাওয়াটাকে বৈধ প্রমাণ করার জন্য কুরআন করীমের এই সূরা কাফিরূনের শেষ আয়াতটি এই মর্মে পেশ করছেন যে, আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ لَكُمْ دِيْنُكُمُ وَلِيَ دِيْنِ "তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার।" এ আয়াতের অপব্যাখ্যা করে বলছেন যে, এর অর্থ হল, 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার'। অর্থাৎ যার ধর্ম তার মনের মধ্যে আছে। তবে একে অপরের উৎসবে অংশগ্রহণ করলে কোন অসুবিধা নেই।

মনে রাখবেন, এটা কুরআন করীমের সম্পূর্ণ অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এ আয়াতের ব্যাখ্যা এটা মোটেই নয় যে, অমুসলিমদের পুজায় শরীক হওয়ার বিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। বরং এর সঠিক ব্যাখ্যা হল, আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতের মধ্যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফিরদের মূর্তি পূজা ও সমস্ত রকমের আচার-অনুষ্ঠানকে

পরিপূর্ণরূপে বর্জন করার ঘোষণা করতে বলেছেন। তাফসীরে মাআ'রিফুল কুরআনের মধ্যে এমন ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে। অতএব, একজন ঈমানদার হয়ে অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবে হাযির হওয়া উচিৎ নয়।

সূরা কাফিরূন তিলাওয়াতের ফযীলতঃ

সম্মানিত দ্বীনদার ভাই সকল ! এবার আমরা সূরা কাফিরূনের ফযীলত সম্পর্কে দু'একটি হাদীস শুনে বয়ান শেষ করব, ইনশা আল্লাহ।

(১) সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস, এ দু'টি সূরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট খুবই পছন্দনীয় সূরা ছিল। সে জন্য তিনি অধিকাংশ সময় সুন্নত ও নফল নামাযে এ দু'টি সূরা পড়তেন। এ সম্পর্কে আমরা একটি হাদীস লক্ষ্য করিঃ

সুনানে তিরমিযীর ৪৩১ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রযি) বলেছেনঃ "আমি অসংখ্যবার নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাগরিবের পর ও ফজরের পূর্বে দু'রাকাআত সুন্নাতে

মুআক্কাদাহ নামাযে সূরা কাফিরীন ও সূরা ইখলাস পড়তে শুনেছি।”

(২) সূরা কাফিরূন একবার তিলাওয়াত করলে গোটা কুরআন করীমের ৪ ভাগের একভাগ তিলাওয়াতের সমতুল্য সাওয়াব পাওয়া যায়, সুবহানাল্লাহ। এ বিষয়ে আমরা সুনানে তিরমিযীর ২৮৯৪ নম্বর হাদীসটি খেয়াল করিঃ

রঈসুল মুফাসসিরীন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْأٰنِ وَقُلْ يٰا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ تَعْدِلُ رُبْعَ الْقُرْأٰنِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْأٰنِ

“ সূরা যিলযাল অর্ধ কুরআনের সমতুল্য, সূরা ইখলাস এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য, এবং সূরা কাফিরূন এক-চতুর্থাংশের সমতুল্য।”

এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেল, সূরা কাফিরূন কুরআন মজীদের চার ভাগের একভাগ সমতুল্য মর্যাদা রাখে। কিন্তু

এর অর্থ এটা নয় যে, সূরা কাফিরূন ৪ বার পড়লে গোটা কুরআন এক খতমের পূর্ণ সাওয়াব পাওয়া যাবে। অতএব, গোটা কুরআন তিলাওয়াত করার আর কোন দরকার নেই। যেমন অনেকে বলে থাকেনঃ সূরা ইখলাস ৩ বার পড়লে গোটা কুরআন এক খতমের পূর্ণ সাওয়াব পাওয়া যায়। তাহলে আর গোটা কুরআন তিলাওয়াতের প্রয়োজন নেই। এমনটা কখনও ভাববেন না। এটা ভুল ধারণা।

মনে রাখবেন, সাওয়াব দু'প্রকারঃ মূল সাওয়াব এবং অতিরিক্ত সাওয়াব। সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পড়লে যে সাওয়াবের কথা এ হাদীসের মধ্যে বলা হয়েছে সেটা হল, শুধুমাত্র অতিরিক্ত সাওয়াব। গোটা কুরআন পড়লে যে মূল সাওয়াব ও অতিরিক্ত সাওয়াব পাওয়া যায়, তা সূরা ইখলাস ৩ বার পড়ার চেয়ে অনেক অনেক গুনে বেশি। সুনানে তিরমিযীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ তুহ্ফাতুল আলমায়ীর ১ম খণ্ডের ৫৪৭ পৃষ্ঠায় এ ব্যাখ্যা লেখা আছে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দ্বীন ও শরীয়তের হুকুম-আহকামকে সঠিকভাবে বোঝার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَأٰخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
(মুহাদ্দিস, কালিকাপুর মাদরাসা)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহুল্লাহ

নির্দেশনাঃ

আমাদের এ মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ একটি অরাজনৈতিক নিছক ধর্মীয় সংস্থা। এ দ্বারা ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান প্রচার করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। অতএব ধর্ম, দেশ ও সংবিধান বিরোধী কোন ব্যক্তি এর সদস্যপদ গ্রহণ করবেন না।